যুগান্তর

30 MAY 2017

'থামছে না শিক্ষাবাণিজ্য : বিড়ম্বি

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এভাবেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার

আলোকচিত্রী **হিমু**

▸▸ **সাইফুল ইসলাম খান**

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতেই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেতে কোচিং সেন্টারের শরণাপন্ন হয় শিক্ষার্থীরা। ভালো শিক্ষক ও উপযুক্ত গাইডলাইন পেতে মনে অনেক আশা নিয়ে মফস্বল থেকে রাজধানীতে পাড়ি জমান শিক্ষার্থীরা। কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে বই, শিট কেনা এবং 'কোচিং ফি' দিতে শিক্ষার্থীদের গুনতে হয় মোটা অংকের টাকা। ঢাকায় অবস্থান করতে আশ্রয় নিতে হয় কোন প্রাইভেট ছাত্রাবাস কিংবা হোস্টেলে। অতিবাহিত করতে হয় এক বিড়ম্বিত জীবন। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও কোচিং ব্যবসা কেন্দ্রিক হয়রানির না তথ্য নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের প্রতিমঞ্চ।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সারা দেশ থেকে ঢাকায় ছুটছে শিক্ষার্থীরা। তাদের লক্ষ্য দেশ সেরা বিদ্যাপীঠে ভর্তির সুযোগ পাওয়া। কিন্তু সারা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় যত আসন, তার থেকে বহুগুণ বেশি প্রতিযোগীর সংখ্যা। স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে কীভাবে ভর্তি হওয়া যায়? কীভাবে এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় এই স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টারের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলা থেকে ঢাকার ফার্মগেটে কোচিং করতে এসেছেন খায়রুল আমিন। ঢাকায় তার পরিচিত কোনো আত্মীয়স্বজনের বাসায় থাকার বন্দোবস্ত করতে না পারায় নিরুপায় হয়ে উঠেছেন পূর্ব তেজতুরী বাজারের একটি হোস্টেলে। ছাত্রদের জন্য পরিচালিত এ হোস্টেলে সবাই কোচিং শিক্ষার্থী। খায়রুল জানাল, তারা এক রুমে গাদাগাদি করে মোট পাঁচ জন থাকেন। হোস্টেলে থাকা খাওয়ার জন্য তাকে মাসে সাগে ছয় হাজার টাকা দিতে হয়।

হোস্টেল বাণিজ্য

কোচিং পাড়া হিসেবে পরিচিত ফার্মগেটের আশপাশের এলাকায় প্রতিবছরই এইচএসসি পরীক্ষার পর জমে ওঠে ছাত্রাবাস হোস্টেল বাণিজ্য। সারা বছর যেসব রুমের সিট ভাড়া থাকে চার হাজারের মধ্যে, কোচিং মৌসুমে সেসব রুমের সিট ভাড়া বাড়িয়ে দেয়া হয় কয়েকগুণ। একটি সিট ভাড়া সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার টাকা থেকে শুরু করে স্থান ও মানভেদে এ ভাড়ার পরিমাণ হয় দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। আর সিঙ্গেল রুম বা দুজনের রুম হলে এ টাকার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। কোচিং সেন্টারের সঙ্গে থাকে এসব হোস্টেলের যোগাযোগ। নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে শিক্ষার্থী পাইয়ে দেন কোচিং মালিকরা। লাভজনক ব্যবসা হিসাবে অনেক কোচিং সেন্টার আবার নিজেরাই নামে-বেনামে হোস্টেল ব্যবসা চালু করেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসব হোস্টেলে ওঠতে হলে শিক্ষার্থীদের প্রথমমাসের ভাড়াসহ একমাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হয়। আর একই সঙ্গে প্রথম মাসেই মাসিক ভাড়ার সমান টাকা দিতে হয় সার্ভিস চার্জ হিসেবে, যা আর ফেরত দেয়া হয় না। ফলে মাসিক ভাড়া যদি হয় সাড়ে ছয় হাজার টাকা তবে একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে গুনতে হয় ১৯ হাজার ৫০০ টাকা। রমজান মাসে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি দেখিয়ে নেয়া হয় অতিরিক্ত আরও ১ হাজার টাকা।

এরপরই শুরু হয় বিড়ম্বনা। হোস্টেলে ওঠার সময় হোস্টেল মালিক প্রতিদিনের খাবারের যে মেনুর কথা বলেন, পরে দেখা যায় তার সিকিভাগও পাওয়া যায় না। নিম্নমানের এসব খাবার খেতে না পেরে অনেকে শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। কোচিংয়ের বাড়তি পড়ার চাপে অনেকে হয়ে পড়েন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সকালে এবং দুপুরে শিক্ষার্থীদের জেলখানার কয়েদিদের মতো করে লাইনে দাঁড়িয়ে বাথরুমের প্রয়োজন সারতে।

কোচিং ফি'র বাড়াবাড়ি

একাডেমিক কোচিং, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি কোচিং, বিসিএস কোচিং, আর্মি-নেভি-বিমানবাহিনীতে চাকরি পাওয়ার কোচিং, ক্যাডেট কলেজ ভর্তি কোচিংসহ রয়েছে বহু ধরনের কোচিং সেন্টার। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোচিং সেন্টারগুলো হল— ইউসিসি, ফোকাস, সাইফুর'স, আইকন, আইকন প্লাস, স্কলার্স, ইউনিএইড (কিরণ, কবির, সুমন), ইউনিএইড (মনির, মল্লিক, জহির),প্যারাগন, সানরাইজ, গার্ডিয়ান, ডিভাইন, এনইউসিসি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), ইপিপি (শুধু ক ইউনিট), ডিইউসিসি, ডিহক স্যার, লীডস, হোপ, ভয়েজ, মেরিন, কোয়ান্টা, দুর্বার, অ্যাডমিশন অ্যাইড, প্রাইমেট, প্লাজমা, এইউএপি, সংশপ্তক, এফ্লিক্স, এডমিশন প্লাস, এডমিয়ার, ইউএসি, ইউরেনাস, পিএসি ও ইঞ্জিনিয়ার্স। মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তির কোচিং সেন্টারগুলো হল— রেটিনা, প্রাইমেট, সানরাইজ, মেডিকো, থ্রি ডক্টরস, পিএসি, কর্ণিয়া, ডিএমসি, দি রয়াল, গ্রীন অ্যাডমিশন এইড, ফেইম, প্লাজমা, এভিস, মেডিকেয়ার ও উন্মেষ। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য উদ্ভাস, সানরাইজ, পিএসি, ওমেকা ও মেরিনথ উল্লেখযোগ্য।

কোচিং করার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে কোচিং সেন্টারে দিতে হয় কমপক্ষে আট হাজার টাকা থেকে ১৮ হাজার টাকা পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং করতে কোচিং সেন্টারভেদে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক ইউনিটে ভর্তি হতে হলে ১০ হাজার থেকে ১৪ হাজার টাকা, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের খ ইউনিটে ভর্তি হতে হলে আট হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের গ ইউনিটে নয় হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা ও ঘ ইউনিটের ক্ষেত্রে নয় হাজার টাকা থেকে ১২ হাজার টাকা এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি কোচিং করতে শিক্ষার্থীদের খরচ করতে হয় ১২ হাজার থেকে ১৮ হাজার টাকা পর্যন্ত।

মেয়ে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ

ঢাকার বাইরে থেকে আসা ছাত্রীদের কোচিংকালীন অভিজ্ঞতা এবং হোস্টেল জীবনের দুর্ভোগের শেষ নেই। ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রী হোস্টেলের সংখ্যা কম থাকায় তথাকথিত মানসম্মত ছাত্রী হোস্টেলে গুনতে হয় বাড়তি টাকা। ছোট রুমে চাপাচাপি করে থাকতে হয় ৫-৬ জনকে। অগ্রিম টাকা নিয়ে চার-পাঁচ মাস থাকতে বাধ্য করা হয় ছাত্রীদের। ফার্মগেটে আপন-আঙ্গিনা, মা হোম ছাত্রী হোস্টেল, সাদীয়া ছাত্রী হোস্টেল, স্মৃতিমণি ছাত্রীবাস, উত্তরবঙ্গ ছাত্রী হোস্টেল, মোহনা গার্লস হোস্টেলসহ প্রায় সব ছাত্রাবাসেই শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন ছুঁতে এসে এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হলেও মুখ খোলার কোনো জায়গা নেই ছাত্রীদের। অনেক ছাত্রী হোস্টেলের পরিবর্তে সাবলেট হিসেবে ভাড়া বাসায় ওঠেন। সাবলেট হিসেবে আজিমপুর, ঝিগাতলা, মনিপুরীপাড়া, ধানমন্ডি, গ্রিন রোড, তেজগাঁওসহ আশপাশের এলাকায় ওঠেন ছাত্রীরা।

মাহিমা (ছদ্মনাম) ও তার এক বান্ধবী মিলে ঢাকার আজিমপুরের একটি বাসায় সাবলেট হিসেবে থাকেন। মাহিমা জানান, বাসায় ছোট্ট একটি পার্টিশন করা রুমে সাবলেট হিসেবে ওঠার পরে প্রথমে আন্টি বেশ ভালো ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু মাস যেতে না যেতেই ভাড়ার পরিমাণ বাড়ানোর কথা বলেন। ওঠার সময় আমাদের দুজনের থাকার কথা বললেও আরেকটা সিঙ্গেল বেড দিয়ে আরও একজনকে তুলে দেয়। এতে আমাদের রুমে চলাচল করতেও কষ্ট হয়ে যায়।
আমাদের সকালে চুলা ব্যবহার করতে নিষেধ করা
খেতে পারি না। এমনকি আমাদের লাইট-ফ্যান ব্য
দিয়েছেন বাড়িওয়ালি। দিনের বেলা আমাদের লাইট
পড়তে সমস্যা হয়। বাসার ময়লার প্যাকেট আমা
ফেলে আসতে বলা হয়, যা চরম অপমানজনক।

বিজ্ঞাপন প্রতার

কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপন প্রতারণায় শিক্ষার্থী
দিশেহারা সবাই। প্রতিবছর মেডিকেল, ইনজিনি
পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর মেধাতালিকায় থাকা
বিজ্ঞাপন প্রতারণা করে কোচিং সেন্টারগুলো। বিশে
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকা শিক্ষার্থীদের ছবি ব্যবহার
একই শিক্ষার্থী একাধিক কোচিং সেন্টার থেকে পুর
করতেও দেখা গেছে। প্রথম স্থান করা শিক্ষার্থীদের অ
'আমি এই কোচিং ব্যতিত অন্য কোনো কোচিংয়ে কো
শিক্ষার্থীর ছবি সংবলিত বিজ্ঞাপন দেয়া হয় দেশের
কোনো কোচিং সেন্টার আবার রেডিও-টেলিভশনেও
সেন্টারের বিজ্ঞাপনী ব্যানার-ফেস্টুনে রাজধানীসহ গো
অনুসন্ধানে দেখা যায়, গত বছর ঘ ইউনিটে মানবিক
আহমেদ। তার ছবি ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রচার
কবিরের ইউনিএইড ও ইউসিসি (ইউনিভার্সিটি কোচি
হওয়া ইমরুল হকের ছবি ব্যবহার করছে ইউসিসি, ে
ইউনিএইড। খ ইউনিটে তৃতীয় হয়েছেন নাবিলা। তা
দিচ্ছে ইউসিসি ও ফোকাস। গ ইউনিটে প্রথম হয়ে
ইসলাম। তাদের উভয়ের ছবি ব্যবহার করছে প্যারা
মেডিকেলে দ্বিতীয় হয়েছে শুভ মহাজন। থ্রি ডক্টরস
তাদের বিজ্ঞাপনে শুভর ছবি ব্যবহার করে তাদের শি
সেন্টারগুলোর বিজ্ঞাপন প্রতারণার মাধ্যমে শিক্ষার্থী
হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা।

সারা দেশব্যাপী কোচি

পঞ্চম শ্রেণীর পিএসসি পরীক্ষা থেকে শুরু করে অনার্স
পরীক্ষার কোচিং জাল ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে
কোচিং বাণিজ্য নগর-মহানগর ছাড়িয়ে এখন দে
এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষ
বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোচিং সেন্টারে ভর্তি
কোচিং সেন্টারগুলোর একাধিক শাখা রয়েছে। ফা
মালিবাগ, মৌচাক, রামপুরা, বাড্ডা, উত্তরা, যাত্রা
কোচিং সেন্টারগুলো শাখা দিয়ে চালাচ্ছে তাদের শি
শহর, ৬৪ জেলা এবং প্রসিদ্ধ উপজেলাগুলোতেও এখ

কোচিং না প্রাইভে

স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতে
কোচিংয়ে ভর্তি হওয়ার পর চোখে সরষে ফুল দেখতে
কঠিন বিষয়গুলো শিক্ষক সহজভাবে শিক্ষার্থীদের না
ক্লাশে যাওয়ার। প্রাইভেট ক্লাশের জন্য প্রতি বিষয়ে শি
টাকা করে। প্রতি প্রাইভেট ব্যাচ যেন আরেকটি বিকল্প।
শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ জন।

চার মাসে ৫৫০ কো

এ বছর সারা দেশে আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্র
সর্বমোট ১১ লাখ ৮৩ হাজার ৬৮৬ জন পরীক্ষার্থী এ
মধ্য থেকে এ বছর প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী শুধু রাজ
কোচিং ফি এবং হোস্টেল ফি বাবদ একজন শিক্ষার্থীকে
গড়ে প্রায় ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় করতে হবে। হিসাব ম
শিক্ষার্থীকে আবাসন ও কোচিং খরচসহ মোট ৫৫০ কে
ব্যয়বহুল শিক্ষা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে অনেক
পড়াশোনার ইতি টানেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের বি

গত কয়েক বছর ধরে প্রশ্ন ফাঁস মহামারি রূপ নিয়েছে।
আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মেডিকেল ভর্তি প্রশ্ন ফাঁস এ
পরীক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী ভর্তির ঘটনা সারা দে
দিয়েছিল। ২০১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনি
বিভিন্ন কোচিং সেন্টারগুলো টাকার বিনিময়ে শিক্ষা
ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে প্রথমে তারা মূল মার্কশিট,
কপি নেয়। এরপর ফরম পূরণের আইডেন্টিফিকেশ
ডাউনলোড করে ফটোশপের মাধ্যমে প্রবেশপত্রের ছ
ছাত্র দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করায়। এর বিনিম
থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকে। পরীক্ষার
উত্তরপত্র সরবরাহ করেও জালিয়াতি করে কোচিং সে

কোচিং না করেও বিশ্ব

বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেতে কোচিং করতে হয় না
কথা শিক্ষার্থীরা কানেই তোলেন না। কোচিং না ক
পাওয়া সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর জানালেন ঢাকা বিশ্ববি
সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় গ-ইউনিটে সম্মিলি
রাজশাহীর অমিত আহসান। তিনি বলেন, কোচিং
হওয়া যায় এ বিষয়ে প্রথম থেকেই আমার দৃঢ়বিশ্বাস
নাই। বাসায় বসে বই পড়ে পস্তুতি নিয়েছি। প্রথম হ
আমাকে তাদের শিক্ষার্থী বলে দাবি করেছিল।
টাকার অবাবে কোচিং করতে পারেননি শরিফ খান।
সেশনে চান্স পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি ভাষা বিজ্ঞা
কলি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামসুন নাহা
কাওসারা কলি জানালেন, চান্স পেতে হলে পাঠ্য ব
আমি কোনো ধরনের কোচিং করা ছাড়াই চান্স পে

কোচিং করার কোনো প্রয়োজন নেই

অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন করা হয় উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাসের আলোকে। শিক্ষার্থীরা যদি ভালো করে উচ্চমাধ্যমিকের বই পড়ে তবে কোনো ধরনের কোচিং করার প্রয়োজন নেই। আমরা কোচিং বন্ধের জন্য দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু কোচিং ব্যবসায়ীরা এখন একাদশ শ্রেণী থেকেই কোচিং শুরু করে দিয়েছে। প্রশ্ন জালিয়াতি চক্রের পেছনে কোচিং জড়িত। কোচিংয়ের নামে প্রতারণা চলে। তাই প্রশাসনের উচিত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া। কোচিং করা ছাড়াও প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। তারা নিজের চেষ্টায় পাঠ্য বই পড়ে চান্স পায়। পাঠ্য বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। এইচএসসির ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর দ্রুত ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। তাই এই অল্প সময় কোচিংয়ের পেছনে না দৌড়ে নিজে নিজে প্রস্তুতি নিলে ভালো করতে পারবে। প্রতি বছর ইংরেজিতে প্রচুর অকৃতকার্য হয়। ইংরেজি ভীতির কারণে শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টারে যায়। উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি সিলেবাসের বাইরে কোনো ইংরেজি প্রশ্ন করা হয় না। আমাদের দেশে স্কুল এবং কলেজপর্যায়ে ভালো ইংরেজি শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত স্কুল-কলেজগুলোতে যোগ্য ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া। মিথ্যা বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে প্রতারিত না হতে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।